এইচ.আর.ডি কোরিয়া ঢাকা অফিস হতে প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত নোটিশ (তারিখ: ১০-০৩-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ) ইপিএস এর আওতায় সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হল:

ইপিএস এর রোস্টারভুক্ত এবং ভবিষ্যত প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে নোটিশ

এইচ আর ডি কোরিয়া(বাংলাদেশ ইপিএস সেন্টার) এবং বোয়েসেল বিভিন্ন সময় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, বোয়েসেল হোম পেইজের সার্বক্ষনিক বিজ্ঞপ্তি, কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি, জব এপ্লিকেশন সহ প্রতিটি ধাপেই সংশ্লিষ্টদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করে আসছে যে, কোরিয়ার এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম এ চাকরির কারোই নিশ্চয়তা নেই। এছাড়াও রোস্টারভুক্তি, রোস্টার থেকে বাদ পড়া, ভিসা ইস্যু, ভিসা প্রত্যাক্ষান ইত্যাদি সম্পর্কেও অবহিত করে আসছে।

সব কিছু জেনে শুনে এ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে, পরবর্তীতে না জানার ভান করা মোটেও কাম্য নয়। কোরিয়ায় ইপিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ ১৫টি দেশ থেকে কর্মী যায়, এবং এর কার্য প্রক্রিয়া সকল দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।কোন দেশের জন্য আলাদা নিয়ম করার কোন সুযোগ নেই।

ইপিএস এর মাধ্যমে চাকরি দেয়ার সম্পূর্ণ এখতিয়ার শিল্প মালিকের। মালিক প্রথমে সিদ্ধান্ত নেন তিনি কোন দেশের শ্রমিক নেবেন। তিনি অন্য একজন শিল্প মালিক বা সংশ্লিষ্ট সরকারি এজেন্সির সাথে পরামর্শ করতে পারেন, তবে সিদ্ধান্ত একান্তই তার নিজস্ব। মালিক দেশ পছন্দ করার পর একটি নির্ধারিত এবং স্বচ্ছ কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রমিক নির্বাচন করেন। শ্রমিক নির্বাচনের সময় মালিক পূর্ব নির্ধারিত কোন ব্যাক্তিকে পছন্দ করতে পারেন না।

এইচ আর ডি কোরিয়া মালিকদের কর্মী নির্বাচনে সুবিধার জন্য চাকরি প্রার্থিদের কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, মেডিক্যাল টেস্ট এর ডাটা সমূহ জবসীকার্স রোস্টারে দিয়ে রাখে। মালিকরা এ সকল ডাটার ভিত্তিতেই লোক বাছাই করেন। তিনি ভাষা পরীক্ষায় ভাল নাম্বার পাওয়া লোক নিবেন নাকি কম নাম্বার পাওয়া লোক নিবেন, স্কীল টেস্ট উত্তীর্ন লোক নেবন নাকি অনুত্তীর্ণ লোন নেবেন এটা তার ব্যাপার। কর্মী নির্বাচনের আগে তিনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না যে আমি অমুক কে নেব, তবে নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন যে আমি অমুক দেশের লোক নেব। সুতরাং এক জন মালিক কাকে চাকরি দিল সেটা দেখার বিষয় নয়, দেখার বিষয় হল কোন দেশের লোককে চাকরি দিল। একইভাবে বাংলাদেশের কে গেল সেটা মূখ্য বিষয় নয়, মূখ্য বিষয় হল বাংলাদেশের ক'জন গেল। কোরিয়ার মালিকরা বাংলাদেশের শ্রমিকদের উপর সন্তুষ্ট থাকলে বাংলাদেশের বেশি লোকের চাকরি হবে আর অসন্তুষ্ট থাকলে কম লোকের চাকরি হবে এটাই স্বাভাবিক।

এক বার ইপিএস টপিক পাশ করলে ১বছরের জন্য রোষ্টারে থাকা যায়। এক বছর পর চাকরি প্রার্থী ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর এক বছর থাকার জন্য আবেদন করা যায়। প্রথম এক বছরে যেমন চাকরি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ইপিএস দেয়নি একইভাবে পরবর্তী এক বছরেও চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়নি।

বর্তমানে ১৫ দেশেই ইপিএস এ নিয়মে চলে আসছে, ভবিষ্যতে কোরিয়া সরকার কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনলে সেটি তখন থেকে সবার জন্যই প্রযোজ্য হবে।